

শাবিতে র্যাগিং দুজন বহিষ্কারসহ ১৯ জনের শাস্তি

শাবি প্রতিনিধি
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) সিভিল এন্ড ইনডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছয় নবীন শিক্ষার্থীকে রাতভর অর্ধনগ্ন করে র্যাগিংয়ের ঘটনায় একই বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের দুই শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। একই অপরাধে আরো তিন জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার ও ১৪ জনকে বিভিন্ন মাত্রায় জরিমানা ও সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া ভর্তি জালিয়াতিসহ আরো একটি ঘটনায় মোট দুই জনকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল দশটায় শুরু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৭ তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ।
র্যাগিংয়ের ঘটনায় শাস্তি পাওয়া ১৯ জনের মধ্যে ১৮ জন সিভিল এন্ড ইনডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০১৬-১৭ সেশনের শিক্ষার্থী। এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

দুজন বহিষ্কারসহ ১৯ জনের শাস্তি

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) এবং একজন পলিটেকনিক স্টাডিজ বিভাগের একই সেশনের শিক্ষার্থী। র্যাগিংয়ের ঘটনায় আজীবন বহিষ্কৃত দুই জন হলেন, আশিক আহমেদ হিমেল ও হামিদুর রহমান রজন। এছাড়া শাহমুদুল হাসান ও শরিফজামানকে ২ বছরের জন্য বহিষ্কার ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, ইশতিয়াক আহমদকে ১ বছরের জন্য বহিষ্কার ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বাবলু বার্মা, আদ্রি দাস, আবু রেদওয়ান খান, আশ্মার আলম সরকার ও রনি সরকারকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা ও সতর্কীকরণ এবং আহমেদ হাসিব, দেবানীষ বসু, মাহ-বুব-এ-ইবরাহীম, শহিদুল আলম, আল-আমিন, দীপ্ত মৈত্রী তুর্কুল আশিকুল এনাম, রাইসুল বারী সিফাত ও সজিবুর রহমানকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা ও সতর্কীকরণ করা হয়েছে। একই ঘটনায় নাজমুস সাব্বিব ফারদিন ও শরিফুল ইসলামকে শুধুমাত্র সতর্ক করা হয়েছে।
এদিকে র্যাগিংয়ের ঘটনার শাস্তির প্রতিবাদ জানিয়ে সিইই বিভাগের শিক্ষার্থীরা দুপুর সাড়ে ১২ টা থেকে ক্যাম্পাসের গোল চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। এসময় তারা রাত্তা অবরোধ করে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়।
অপরদিকে ভর্তি জালিয়াতির অভিযোগে একইটি বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের আল আমিনকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া সহপাঠীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করায় সিএসই বিভাগের ২০১০-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রাসেল পারভেজকেও আজীবন বহিষ্কার করা হয়।
উল্লেখ্য, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সিভিল এন্ড ইনডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের অর্ধনগ্ন করে র্যাগ দেওয়ার ঘটনায় ২০ ফেব্রুয়ারি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশে সিন্ডিকেট সভায় এ সাজা দেওয়া হয়।

ব্যানবেইস পরিচালকের কার্যালয়	
প্রতি নং.....	
তারিখ.....	
চীফ, পরিচালনা মন্ত্রণালয়	
চীফ, ডি.এল.পি. বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	
.....	